25

তারিখ 21 NOV 1994
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রাইভেট পরীক্ষার্থী প্রসঙ্গে

এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের একটি অংশ সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন শহরের রাস্তাঘাটে এক তুলকালাম কাণ্ড করিয়াছে। যানবাহন ভাংচুরসহ পথচারীদের নাজেহাল, কোন কিছু বাদ যায় নাই। বলা বাহুল্য, অতীতে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা ছিল বয়স্ক। আর্থিক ও পারিবারিক বিভিন্ন অসুবিধার জন্য যাহারা নিয়মিত ছাত্র হিসাবে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে পারিত না, তাহারাই পরে সুযোগমত প্রাইভেট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইত। কিন্তু এবারে রাস্তায় বিক্ষোভরত প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ব্যাপারটি অন্য রকম। ইহাদের সিংহভাগ বিদ্যালয়ের সপ্তম হইতে নবম শ্রেণীর নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী। পাঁচশত প্রশ্ন ব্যাঙ্কের সুযোগ এই বছর শেষ হইয়া যাইবে। তাই অতি সহজে মাধ্যমিক পাস করার এই সুযোগ গ্রহণের জন্য নীচের ক্লাসের বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এবার প্রাইভেট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়াছে। কিন্তু এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শেষ মুহূর্তে বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়া তাহাদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে বিভিন্ন শহরে তাহারা বিক্ষোভ ও ভাংচুরে অবতীর্ণ হইয়াছে।

পরীক্ষা সকল দেশেই মেধা ও যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য পরিচালিত হইয়া থাকে। পরীক্ষার অর্থ এই নয় যে, পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলে তাহাকে পাস করাইয়া পরবর্তী ক্লাসে উন্নীত হওয়ার জন্য পথ করিয়া দিতে হইবে। তাহা ছাড়া পরীক্ষার খরচ বহন করে পরীক্ষার্থীরাই। তাই সকল দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানে পাশাপাশি অবাধ পরীক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। উন্নত দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত এবং সে কারণে কোন ছাত্র-ছাত্রী প্রয়োজনীয় পড়াশুনা ও জ্ঞান আয়ত্তে না আনিয়া পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় না। ঐ সমস্ত দেশে তাই পরীক্ষা নিয়া কোন সমস্যা নাই। কিন্তু পাকিস্তান আমল হইতে এই পর্যন্ত এমন ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছে যদ্দুরণ ছাত্র-ছাত্রীরা টেক্সট বুক এর পরিবর্তে নোট-বই, গাইড ইত্যাদি পড়ে। শুধু তাহাই নয়, লেখার পরিবর্তে টিক মার্ক দিয়া পরীক্ষা দেয়। এমনকি এসএসসি পরীক্ষার্থীদের যে পাঁচশত প্রশ্ন ব্যাঙ্কের একখানি সুপুষ্ট কেতাব দিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে টিক মার্ক দিয়া কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর পাসের সার্টিফিকেট ওআদায় করা যায়।

বলা বাহুল্য, সমস্যাটির উৎস ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নয়, শিক্ষা বিভাগের উচ্চস্তরে। তাহাদের প্রণীত উদ্ভট ব্যবস্থার শিকার হইয়াছে আমাদের সন্তানেরা। তাহাদের জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা এখন স্কুলের পড়াশোনার পরিবর্তে কোচিং সেন্টারের নোট ও সাজেশনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের জন্যই ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাইভেট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতেছে। দুর্মতি শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও কর্তারা দেশের শিক্ষার মান অবনতির জন্য একান্তভাবে দায়ী। তাহাদের জন্য আজ কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা পথে নামিয়াছে। সরকারের উর্ধ্বতন মহলে বিষয়টি বিশ্লেষিত ও বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পরীক্ষায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। বরং শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া তাহাদের জন্য পরীক্ষার সুযোগ অবাধ করিয়া দেওয়া উচিত।